مؤسسة وكالات الحج البنغلادشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH (HAAB)

Ref : হাব/হ:প্যা:ঘো:/প্রেস ব্রিফিং/২০২০/০৮৩

Date : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০২০ (১৪৪১ হি:) ঘোষনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

তারিখ ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সাঙ্গু ব্যাংকুইট হল, হোটেল ভিক্টরী, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। **প্যাকেজ মূল্য ঘোষনাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমণেচ্ছু সম্মানিত হজযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে হাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি ঃ**

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ/ ৯ জিলহজ্জ ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ১,৩৭,১৯৮ জন হজযাত্রী হজব্রত পালন করবেন। এর মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ১৭,১৯৮ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১,২০,০০০ জন হজযাত্রী হজে গমণ করবেন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য **"সাধারণ" ও "ইকোনমি" নামে ২টি হজ প্যাকেজ করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রত্যেক এজেন্সী স্ব স্ব স্পেশাল প্যাকেজ করতে পারবেন। তবে কোন প্যাকেজই হাব ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য থেকে কম হতে পারবে না।**

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য কুরবানী ব্যতিত ২টি প্যাকেজ মূল্য **"সাধারন প্যাকেজ"** মোট ৩,৬১,৮০০.০০ (তিন লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত) টাকা ও **"ইকোনমি প্যাকেজ"** মোট ৩,১৭,০০০.০০ (তিন লক্ষ সতের হাজার) টাকা এর বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

"সাধারন প্যাকেজ"

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
০১.	বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট-Dedicated Hajj Flight) : **বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া এবং সৌদি বিমান বন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌদি রিয়াল, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৩০ সৌদি রিয়াল এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট ৭৫ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২০০০/-, সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ৪ মার্কিন ডলার এবং এজেন্টস কমিশন ২৫ মার্কিন ডলার।**	১,৩৮,০০০.০০
০২.	**মক্কা ও মদিনার বাড়ী ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কায় ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর বাড়ী ভাড়া এবং ১% **অতিরিক্ত** বাড়ী ভাড়াসহ (মক্কা ৩৫৭০+মদিনা ৯০০+১% **অতিরিক্ত** ৩৫.৭০)= সৌদি রিয়াল (৪৫০৫.৭০×২৩.০০)	১,০৩,৬৩১.১০
০৩.	সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন (জেনারেল কার সিন্ডিকেট) ফি সৌদি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ): ১৭৫৪.৫৫ সৌদি রিয়াল (১৭৫৪.৫৫×২৩.০০)।	৪০,৩৫৪.৬৫
০৪.	**জমজম পানি (ভ্যাটসহ) :** ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫×২৩.০০)	২৬৫.৬৫
০৫.	**অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, ভ্যাটসহ, (সৌদি আরবের মোয়াস্‌সাসার অধীনস্থ মোয়াল্লেম সার্ভিস প্রোভাইডারদের চার্জ):** হজযাত্রীদের মক্কা, মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ **(ভ্যাটসহ): ১৫৭৫** সৌদি রিয়াল (১৫৭৫×২৩.০০)।	৩৬,২২৫.০০
০৬.	**ভিসা ফি (ভ্যাটসহ): ৩১৫ সৌদি রিয়াল (৩১৫×২৩.০০)**	৭,২৪৫.০০
০৭.	**ইন্সুরেন্স ফি: (ভ্যাটসহ): ১৮৯.৫০ সৌদি রিয়াল (১৮৯.৫০×২৩.০০)**	৪,৩৫৮.৫০

চলমান পাতা-২

সাত্তারা সেন্টার (১৬তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Centre (15th Floor, Hotel Victory Ltd.) 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 58317030, 9338867, 9338868, Fax: 88-02-9338526, E-mail: haab01bd@gmail.com, haab01@yahoo.com, Web: www.haab-bd.com

Ref :

Date : .....

০৮.	**স্থানীয় সার্ভিস চার্জ :** আইডি কার্ড, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি।	৮০০.০০
০৯.	**হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) ঃ**	২০০.০০
১০.	**প্রশিক্ষণ ফি ঃ**	৩০০.০০
১১.	**খাওয়া খরচ ঃ**	২৮,০০০.০০
১২.	**অন্যান্য খরচ ঃ**	৪২০.১০
১৩.	**প্রাক নিবন্ধন ফি ঃ**	২,০০০.০০
	মোট =	**৩,৬১,৮০০.০০**
	সর্বমোট কথায়ঃ তিন লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত টাকা মাত্র	

নোট : সাধারণ প্যাকেজের হজযাত্রীদের পবিত্র হারাম শরীফের বাহিরের চত্বরের সীমানার ১০০০ থেকে ১৫০০ মিটার দূরত্বে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

"ইকোনমি প্যাকেজ"

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
০১.	বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট-Dedicated Hajj Flight) : **বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া এবং সৌদি বিমান বন্দর বিল্ডিং চার্জ ১৭৪ সৌদি রিয়াল, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৩০ সৌদি রিয়াল এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট ৭৫ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২০০০/-, সৌদি সরকারের সিকিউরিটি চার্জ ৪ মার্কিন ডলার এবং এজেন্টস কমিশন ২৫ মার্কিন ডলার।**	১,৩৮,০০০.০০
০২.	**মক্কা (কুদাই, সৌকিয়া, আজিজিয়া) ও মদিনার বাড়ী ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কায় ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর বাড়ী ভাড়া এবং ১% **অতিরিক্ত** বাড়ী ভাড়াসহ (মক্কা ১৯৯৫+মদিনা ৬৩০+১% **অতিরিক্ত** ১৯)= সৌদি রিয়াল (২৬৪৪×২৩.০০)	৬০,৮১২.০০
০৩.	সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন (জেনারেল কার সিন্ডিকেট) ফি সৌদি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) যাতায়াতের বাস সেবা ইত্যাদি (ভ্যাটসহ): ১৭৫৪.৫৫ সৌদি রিয়াল (১৭৫৪.৫৫×২৩.০০)।	৪০,৩৫৪.৬৫
০৪.	**জমজম পানি (ভ্যাটসহ) : ১১.৫৫ সৌদি রিয়াল (১১.৫৫×২৩.০০)**	২৬৫.৬৫
০৫.	**অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, ভ্যাটসহ, (সৌদি আরবের মোয়াস্সাসার অধীনস্থ মোয়াল্লেম সার্ভিস প্রোভাইডারদের চার্জ):** হজযাত্রীদের মক্কা, মিনা ও আরাফায় খাবার/নাস্তা সরবরাহ, মিনার তাবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি, আরাফার তাবুতে ওয়াটার কুলার স্থাপন, হজযাত্রীদের মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় নাস্তা সরবরাহ **(ভ্যাটসহ): ১২৬০ সৌদি রিয়াল (১২৬০×২৩.০০)।**	২৮,৯৮০.০০
০৬.	**ভিসা ফি (ভ্যাটসহ): ৩১৫ সৌদি রিয়াল (৩১৫×২৩.০০)**	৭,২৪৫.০০
০৭.	**ইন্সুরেন্স ফি: (ভ্যাটসহ): ১৮৯.৫০ সৌদি রিয়াল (১৮৯.৫০×২৩.০০)**	৪,৩৫৮.৫০
০৮.	**স্থানীয় সার্ভিস চার্জ :** আইডি কার্ড, হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা, আই.টি সার্ভিস, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি।	৮০০.০০
০৯.	**হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) ঃ**	২০০.০০
১০.	**প্রশিক্ষণ ফি ঃ**	৩০০.০০
১১.	**খাওয়া খরচ ঃ**	২৮,০০০.০০
১২.	**অন্যান্য খরচ ঃ**	৫,৬৮৪.২০
১৩.	**প্রাক নিবন্ধন ফি ঃ**	২,০০০.০০
	মোট =	৩,১৭,০০০.০০
	সর্বমোট কথায়ঃ তিন লক্ষ সতের হাজার টাকা মাত্র	

নোট : ইকোনমি প্যাকেজের হজযাত্রীদের কুদাই, সৌকিয়া, বাতাকুরাইশ, আজিজিয়া ও জারোয়ালসহ পবিত্র হারাম শরীফের বাহিরের চত্বরের সীমানার ১৫০০ মিটারের অধিক দুরত্বে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

চলমান পাতা-৩

Ref :

Date : .....

(১) প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কোন ফি আরোপ করা হলে তা প্যাকেজ মুল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

(২) **হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধঃ** হজযাত্রীগণ তাদের হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্ট অথবা সরাসরি এজেন্সিতে জমা দিয়ে মানি রশিদ সংরক্ষণ করবেন। কোনক্রমেই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট কোন প্রকার লেনদেন করবেন না।

(৩) **পাসপোর্টঃ** হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) সংগ্রহ করতে হবে। যার মেয়াদ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত থাকতে হবে। প্রাক-নিবন্ধনের সময় জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধনের যে নম্বর ব্যবহৃত হয়েছিল তা পাসপোর্টে ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর হিসেবে উল্লেখ থাকতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করা এবং পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে না গাঁথা বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র না করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

(৪) **নিবন্ধনঃ** আগামী ০২ মার্চ ২০২০ইং তারিখ সোমবার হতে ২০২০ সালের বেসরকারি হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে। হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বিমান ভাড়া বাবদ ১,৩৮,০০০.০০ টাকা সহ সর্বনিম্ন মোট ১,৫১,১৯০.০০ টাকা জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। **তবে হজযাত্রীগণকে আগামী ৩০ মার্চ ২০২০ তারিখের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিকে পরিশোধ করতে হবে।**

(৫) **কুরবানীঃ** কুরবানী খরচ বাবদ প্রত্যেক হজযাত্রীকে কমপক্ষে সৌদি রিয়াল ৫২৫ (পাঁচশত পঁচিশ) সমপরিমাণ টাকা ১২০৭৫ (বার হাজার পঁচাত্তর) টাকা পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।

(৬) **প্রশিক্ষণঃ** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হাব এর যৌথ উদ্যোগে ২০২০ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের তিনটি স্থানসহ বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।

(৭) **হাজী হারানো প্রসঙ্গেঃ** হজযাত্রীগণকে সবসময় গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। তাছাড়া সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা এবং দলছুট না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(৮) **সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যানবাহন সুবিধাঃ** হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌঁছার পর জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা মদিনা-মক্কা-জেদ্দা ইত্যাদি সকল যানবাহন সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের।

(৯) **মিনা, আরাফা, মুযদালিফাঃ** হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মক্কা থেকে মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা ইত্যাদি সকল যানবাহন নিশ্চিত করা এবং মিনা ও আরাফায় তাবু, খাবারসহ আনুসাঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকার নিয়োজিত মোয়াচ্ছাসার অধিনস্থ মোয়াল্লেমদের। হজ এজেন্সিগুলো মোয়াল্লেমদের সহিত সমন্বয় করে হজযাত্রীদের এই সেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

(১০) হজ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এয়ারলাইন্সগুলি ৪৫ দিনের বেশী টিকেট ইস্যু করতে পারবেন না।

(১১) প্রতি সৌদি রিয়াল ২৩.০০ টাকা (তেইশ টাকা) হারে ধরা হয়েছে।

(১২) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমসাময়িক বাজার দর অনুযায়ী হবে।

(১৩) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য **"সাধারণ প্যাকেজ"** ৩,৬১,৮০০.০০ (তিন লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত) টাকা এবং **"ইকোনমি প্যাকেজ"** ৩,১৭,০০০.০০ (তিন লক্ষ সতের হাজার) টাকা সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য নির্ধারণ করে দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হলো। উল্লেখ্য, এ বছর ও হজ প্যাকেজে সিটি চেক-ইন ও ট্রলীব্যাগ খাতের অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে।

(১৪) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ আগামী **২রা মার্চ ২০২০ থেকে শুরু করে ৩০শে মার্চ, ২০২০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব-স্ব এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা** করে অথবা এজেন্সির অফিসে জমা দিয়ে মানি রিসিট গ্রহণ করবেন।

চলমান পাতা-৪

Ref :

Date : .....

(১৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে যারা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবেন তারা এ বছর হজে যেতে পারবেন না। তাদের স্থলে প্রাক-নিবন্ধনের পরবর্তী ক্রমানুসারে নিবন্ধন সম্পাদিত হবে।

(১৬) হজ এজেন্সির একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতিত কোন হজযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজযাত্রী প্রতারিত হতে পারেন। হজযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরুপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ এজেন্সি দায়ী থাকবে না।

(১৭) হজ এজেন্সীগুলো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন মানের ও প্যাকেজ মূল্যের স্ব স্ব প্যাকেজ ঘোষনা করতে পারবেন। তবে কোনও অবস্থাতেই হাব ঘোষিত ইকোনমি প্যাকেজের নিচে কোনও প্যাকেজ মূল্য ঘোষনা করা যাবে না।

(১৮) প্রত্যেক হজযাত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা (মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা) সনদ সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হবে।

(১৯) মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা হজযাত্রী কোনক্রমেই হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। মহিলা হজযাত্রীগণকে মাহরামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে।

(২০) বাংলাদেশী টাকার সাথে মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়াল এর বিনিময় হার এবং অন্যান্য কারণে খরচ বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্ধিত টাকা হজযাত্রীকেই পরিশোধ করতে হবে।

(২১) হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

(২২) হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

(২৩) হজে গমণেচ্ছু প্রত্যেক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৭০ (সত্তর) বছর বা ততোধিক বয়স্ক হজযাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট হতে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং অনলাইনে হালনাগাদ করবে।

(২৪) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত কোন ঔষধ সঙ্গে নিতে পারবেন না। চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যেমন: রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(২৫) হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

(২৬) প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বা সৌদি এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তার এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

অদ্যকার এ সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে কিছু বিষয় আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই।

'হাব' হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর বিষয়ে অনেক আগে থেকেই সোচ্চার রয়েছে। হাব এর দাবীর প্রেক্ষিতে ১০,১৯১/- টাকা হ্রাস করে ২০১৯ সালে বিমান ভাড়া **১,২৮,০০০/- টাকা নির্ধারণ** করা হয়। ২০২০ সালের বিমান ভাড়া প্রস্তাব করা হয়েছিল ১,৫৪,০০০/- টাকা। হাব ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাবের সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষন করে বিমান ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। হাব এর দাবীকে উপেক্ষা করে ১,৪০,০০০/- টাকা বিমান ভাড়া নির্ধারণ করা হয় যা বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়। বিমান ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করে নির্ধারণ করার জন্য হাব এর উদ্যোগে বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ইং তারিখে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে

চলমান পাতা-৫

Ref :

Date : .....

বিষয়টি নিরসনকল্পে জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হজ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বিষয় নিজে প্রত্যক্ষ করেন, যার ফলশ্রুতিতে হজ ব্যবস্থাপনা স্মরণকালের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাব এর দাবীর প্রতি সদয় হয়ে ২০২০ সালের হজে বিমান ভাড়া ২,০০০/- টাকা হ্রাস করে ১,৩৮,০০০/- টাকা নির্ধারণ করে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। বিমান ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ'র সকল প্রকার প্রচেষ্টার জন্য হাব বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা অবহিত রয়েছেন যে, বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বিষয় নিজে প্রত্যক্ষ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। বাংলাদেশ হজ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন হওয়ার কারণে হজযাত্রীদের অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে। এ বছর আরো বেশি সংখ্যক হজযাত্রীদের সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা আরো বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্জ এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কমকর্তাবৃন্দের নিকট। আমরা আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মহিবুল হক সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা হাব এর প্রতিটি কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন।

সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম মসিহ্, মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ জনাব মাকসুদুর রহমান এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেল সহ পবিত্র মক্কা-মদিনায় হজ কার্যক্রমে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১৯ সালের হজে অকৃতিম সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশাকরি ২০২০ সালের হজেও সৌদি দূতাবাসের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সম্মানিত হাব সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় হজ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সুশৃঙ্খল ও সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৯ সালের হজ অতীতের যেকোন বছর থেকে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশাকরি ২০২০ সালের হজেও আপনাদের এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সংবাদ মাধ্যমের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য হাব পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥

এম. শাহাদাত হোসাইন তসলিম
সভাপতি

ফারুক আহমদ সরদার
মহাসচিব